গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
http://www.dshe.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০১.১৮.০০২.১৫-৩৭২৩৫/৭ -জিএ, তারিখ: ২০/০৮/২০১৮ খ্রি.

বিষয়: সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অবহিতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

সূত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৯০.১০৮.১৮-৩৪৫; তারিখ: ২০ আগস্ট ২০১৮ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি বর্ণনামতে- ০৫ (পাঁচ) পাতা।

২০.০৮.১৮

(মুহাম্মদ জাকির হোসেন)
সহকারী পরিচালক (সাঃ প্রঃ)
ফোন: ৯৫৫৬৪৩২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ প্রশিক্ষণ/ অর্থ ও ক্রয়/ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। আঞ্চলিক পরিচালক (সকল) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ...।
৪। আঞ্চলিক উপ-পরিচালক (সকল) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ...।
৫। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) .....।
৬। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল) .....
৭। সংরক্ষণ নথি।

F:\ALAM\sudhin letter.doc (163)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
www.shed.gov.bd.

নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৯০.১০৮.১৮-৩৪৫

তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪২৫
২০ আগস্ট ২০১৮

বিষয়: সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অবহিতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

দেশব্যাপী সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস ও সড়কে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সড়ক দুর্ঘটনার জন্য অননুমোদিত ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, লাইসেন্সবিহীন ও অনভিজ্ঞ ড্রাইভার যেমন অনেকাংশে দায়ী, একইভাবে পথচারী এবং যাত্রীগণের ট্রাফিক নিয়মকানুন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতাও দায়ী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্যগণ সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে যে ভূমিকা রেখেছে তা সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের মাঝে সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হলে এ প্রচেষ্টা আরও বেশি টেকসই ও ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের অধিকতর মাত্রায় সম্পৃক্ততার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরই আলোকে বাংলাদেশ স্কাউটস ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা তৈরির জন্য একটি লিফলেট / প্রচারণাপত্র তৈরি করেছে, যা এই পত্রের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

০২। সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো:

- সংযুক্ত লিফলেটটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিতরণ;
- লিফলেটে বর্ণিত বিষয়াদির উপর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি শিক্ষক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ধারণা / নির্দেশনা প্রদান;
- সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সেশন অন্তর্ভুক্ত করা;
- বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক সমাবেশে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করা। শিক্ষকগণ প্রয়োজনে এ বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশসহ অভিজ্ঞ অন্যান্য ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করবেন;
- ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে লিফলেটে বর্ণিত বিষয়ে আলোচনা ও তা অনুসরণে অনুপ্রাণিত করা;
- ইউনিফর্মধারী স্কাউট, রোভার স্কাউট ও গার্ল গাইডসদের মাধ্যমে পথচারীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ;
- ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে তাদের অভিভাবকগণের নিকট এই লিফলেট পৌছানো এবং অভিভাবকদের নিকট ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক লিফলেটে বর্ণিত বিষয়াদি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করে ট্রাফিক নিয়ম-কানুন ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অবহিতকরণ নিশ্চিত করা;
- অভিভাবকগণ বিষয়টি অবহিত হয়েছেন মর্মে লিফলেটের নির্ধারিত স্থানে তাঁদের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক তা বিদ্যালয়ে ফেরত প্রদান;
- ঈদ উল আযহার ছুটি শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরুর সাথে সাথে এ কার্যক্রম আরম্ভ করা এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে শেষ করা;
- ট্রাফিক নিয়ম-কানুন ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক অবহিতকরণ কার্যক্রমে কত জন অভিভাবককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট ০৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সমন্বিত প্রতিবেদন প্রেরণ;

সোহরাব

- প্রত্যেক মসজিদে ইমামদের মাধ্যমে এই লিফলেটে বর্ণিত বিষয়ে মুসল্লিদেরকে জুমার নামাজের পূর্বে অবহিত করা;
- প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সমাবেশ / মা সমাবেশের মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করা;
- এ কার্যক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সম্পৃক্ত করা;
- বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাথে সমন্বয় করে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে দেশব্যাপী একসাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্শ্ববর্তী সড়ক/মহাসড়কে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক স্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন স্বল্প সময়ের জন্য প্রদর্শন করা।

০৩। উপর্যুক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো:

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পর্যায়ে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন;
- প্রত্যেক ইউনিয়নের/পৌরসভার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার একজন বা একাধিক উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ট্যাগ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করবেন;
- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ট্যাগ অফিসারের কার্যক্রম সমন্বয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সহযোগিতা করবেন;
- সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ তার থানার আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন;
- মেট্রোপলিটন এলাকায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এ বিষয়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন;
- মেট্রোপলিটন এলাকায় থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ স্ব স্ব থানা এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের জন্য ট্যাগ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;
- জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন;
- জেলা প্রশাসকগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ কার্যক্রম নিশ্চিত করবেন;
- বিভাগীয় কমিশনারগণ মেট্রোপলিটন এলাকার কার্যক্রম সমন্বয়সহ বিভাগের সকল জেলার এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

০৪। এ বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে:

১. জনাব আরশাদুল মোকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস:
মোবাইল: ০১৭১১১১৪৬৫২, ই-মেইল: mukaddish@gmail.com

২. জনাব মো: গোলাম মোস্তফা, পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস:
মোবাইল: ০১৭১১৯৪৫৪৩৬, ই-মেইল: prsgolammostafa@gmail.com

০৫। উপর্যুক্ত কার্যক্রমসমূহ বাংলাদেশ স্কাউটস ও গার্ল গাইডস এর বিভিন্ন ইউনিটকে সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সোহরাব 20.08.2018

(মো: সোহরাব হোসাইন)
সচিব

বিতরন (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা (সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণের অনুরোধসহ)

২. উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (অধিভুক্ত সকল কলেজকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণের অনুরোধসহ)
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪. বিভাগীয় কমিশনার (সকল).....।
৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল).....।
৭. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, ঢাকা।
৮. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর, জাতীয় স্কাউট ভবন, ঢাকা।
৯. জেলা প্রশাসক (সকল).....।
১০. পুলিশ সুপার (সকল) .....।
১১. পরিচালক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (সকল) .....।
১২. অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (সকল) .....।
১৩. আঞ্চলিক পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ...।
১৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) .....।
১৫. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) .....।
১৬. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল) .....।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):
১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সাইন

ট্রাক চলাচল নিষেধ

পথচারী চলাচল নিষেধ

পার্কিং নিষেধ

থামানো নিষেধ

ডানে মোড় নিষেধ

বামে মোড় নিষেধ

ওভারটেকিং নিষেধ

হর্ন বাজানো নিষেধ

'ইউ' টার্ন নিষেধ

বিকশা চলাচল নিষেধ

দুই রাস্তার সংযোগস্থল

জেব্রা ক্রসিং

রক্ষিত রেলওয়ে ক্রসিং

প্রবেশ নিষেধ

একমুখী চলার রাস্তা

জরুরী যে কোন প্রয়োজনে - ৯৯৯ এ ফোন করুন

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল,
ঢাকা-১০০০
☎: +৮৮-০২-৯৩৩৩৬৫১
📠: +৮৮-০২-৯৩৪২২২৬

follow us on :

www.scouts.gov.bd

https://www.youtube.com/channel/UCB5zFbXBQ3AhKhtxSKwi2ow/videos

https://www.facebook.com/bdscouts/

* লিফলেটের নিচের অংশটি স্বাক্ষর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিতে হবে।

আমি/আমরা উল্লিখিত নিয়মাবলী মেনে চলব এবং অন্যকে মেনে চলতে উৎসাহিত করব:

পিতা ও মাতা/অভিভাবকের নাম, সম্পর্ক, মোবাইল	স্বাক্ষর
ক) ----------	---------
খ) ----------	---------
গ) ----------	---------
ঘ) ----------	---------

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব

সড়ক নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের সকলেরই ভূমিকা রয়েছে। একতাবদ্ধভাবে কাজ করলে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা সম্ভব। অননুমোদিত ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, লাইসেন্সবিহীন ও অনভিজ্ঞ ড্রাইভার যেমন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, তেমনিভাবে দায়ী পথচারী এবং যাত্রীগণের অসচেতনতা। সকলে মিলেই আমাদেরকে আনতে হবে পরিবর্তন। আসুন আগে আমরা নিজেকে বদলাই এবং অন্যকে বদলাতে সহায়তা করি। তাহলেই আমরা সড়ককে পরিপূর্ণভাবে নিরাপদ করতে পারবো।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ :

ফিটনেসবিহীন গাড়ী, বৈধ লাইসেন্সবিহীন চালক
ওভারস্পীড, ওভারলোড, অতিআত্মবিশ্বাস এবং বেপরোয়া ওভারটেকিং
নিয়ম না মেনে পথ চলা (ফুটপাথ, ফুটওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং)
অসাবধানতা, অমনোযোগিতা (চালক, যাত্রী ও পথচারী)
গাড়ী চালানো ও রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার
চালকের মাদকাসক্তি
ট্রাফিক ও রোড সাইন সম্পর্কে অজ্ঞতা
বিরামহীন দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ী চালনা
চালকের চোখ ও কানের ত্রুটি
শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ না থাকা

পথচারী হিসেবে আমার দায়িত্ব :

রাস্তা পারাপারের সময় ডানে-বামে ভালোভাবে লক্ষ্য করে জেব্রা ক্রসিং/ফুট-ওভারব্রিজ/আন্ডারপাস দিয়ে রাস্তা পার হওয়া
রাস্তা পারাপারের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা
রাস্তায় হেডফোন ব্যবহার না করা
দুই যানবাহনের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাফেরা না করা
ট্রাফিক সিগন্যাল যথাযথভাবে মেনে চলা
ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করা। ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটা
রাস্তায় অমনোযোগী না হওয়া; দ্রুত বেগে অথবা দৌড়ে রাস্তা পার না হওয়া
প্রয়োজনে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করা
লাল বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় রেলক্রসিং পারাপার না হওয়া

যাত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব :

চলন্ত গাড়ীতে হাত, মাথা বা শরীরের কোন অংশ জানালা দিয়ে বের না করা
নির্ধারিত স্টপেজে গাড়ীতে ওঠানামা করা; চলন্ত গাড়ীতে ওঠানামা না করা
বাস বে/নির্ধারিত স্টপেজ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না করা
পরিবহনে ধূমপান না করা
চলন্ত গাড়ীতে গেটে ঝুলে না থাকা
চালককে দ্রুত চালাতে প্ররোচিত না করা; দ্রুত চালালে তাঁকে বারণ করা

চলন্ত গাড়ীতে চালকের সাথে অযথা কথা না বলা
চালকের মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, বৃদ্ধ, শিশু, নারী এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের যানবাহনে আসনের অগ্রাধিকার প্রদান করা; প্রয়োজনে নিজের আসনটি ছেড়ে দেয়া।
অনুমোদনহীন যানবাহন যেমন ইজি বাইক, ইঞ্জিন রিকশা, নছিমন, ভটভটি ইত্যাদিতে আরোহন না করা
গাড়ী থেকে কোন কিছু বাইরে ছুঁড়ে না ফেলা, কফ, থুথু না ফেলা
ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে গাড়ীতে না ওঠা
বাসে/ট্রেনে অপরিচিত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু না খাওয়া
অনির্ধারিত মাইক্রোবাস বা অন্য যানবাহনে শেয়ারে আরোহন না করা

গাড়ী চালক হিসেবে আমার দায়িত্ব :
ট্রাফিক আইন, ট্রাফিক সাইন ও রোড সাইন সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা রাখা
গাড়ী চালনার পূর্বে গাড়ীর প্রাথমিক নিরাপত্তা বিধান যেমন- ইঞ্জিন অয়েল, ব্রেক, গিয়ার, চাকা, জ্বালানী, পানি ইত্যাদি পরীক্ষা করা
বৈধ লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যতীত এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ী না চালানো
অননুমোদিত যানবাহনে ফ্ল্যাগস্ট্যান্ড, স্টিকার, হুটার, বিকন লাইট ব্যবহার না করা
বেপরোয়াভাবে গাড়ী না চালানো এবং গতিসীমা মেনে চলা
গাড়ী চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা
নির্ধারিত স্টপেজ ছাড়া অন্য কোথাও যাত্রী ওঠানামা না করানো
জেব্রা ক্রসিং হতে নির্ধারিত দূরত্বে গাড়ী থামানো
সিট বেল্ট ব্যবহার করা
হেলপার দিয়ে গাড়ী না চালানো
মাদক গ্রহণ হতে বিরত থাকা
গাড়ী চালানোর সময় কারো সাথে কথা না বলা
গাড়ী চালানোর সময় ধূমপান না করা
প্রয়োজন ছাড়া গাড়ীর হর্ন না বাজানো; জরুরী প্রয়োজনে হর্ন বাজালেও খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আস্তে বাজানো
হাইড্রোলিক হর্ন বর্জন করা
অনুমোদনহীন স্থানে পার্কিং না করা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের সামনে গতিসীমা মেনে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ী চালানো এবং হর্ন না বাজানো
নিয়মিত চোখ ও কান পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে চশমা ও শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করা
একটানা ছয় ঘন্টার বেশী গাড়ী না চালানো
কোন অবস্থাতেই উল্টা পথে গাড়ী চালনা না করা
অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও জরুরী সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া
বাম লেনে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা
নির্ধারিত লেনে গাড়ী চালানো
গাড়ীতে উঠার আগে

মোটরসাইকেল চালক হিসেবে আমার দায়িত্ব :
লাইসেন্স ছাড়া মোটরসাইকেল না চালানো
ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে মোটরসাইকেল না চালানো
উল্টা পথে মোটরসাইকেল না চালানো
ফুটপাথ দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো
মোটরসাইকেলে আরোহনের পূর্বে চালক ও আরোহীর হেলমেট পরিধান নিশ্চিত করা এবং চালকসহ দুই জনের বেশি আরোহণ না করা
কোন চলন্ত গাড়ীর সাথে পাল্লা দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো
দুই যানবাহনের মাঝখান দিয়ে মোটরসাইকেল না চালানো

যানবাহন মালিক হিসেবে আমার দায়িত্ব :
রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ইন্সুরেন্স, ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া রাস্তায় গাড়ী বের না করা ও হালনাগাদ কাগজপত্র গাড়ীতে রাখা
গাড়ীতে অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার, ফার্স্ট এইড বক্স ও ময়লা ফেলার ঝুড়ি রাখা
বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ী চালাতে না দেয়া
নিয়মিত সকল চালকের চোখ ও কান পরীক্ষা করা
অপ্রাপ্তবয়স্ক চালককে গাড়ী চালাতে না দেয়া
গণপরিবহনে ৬ ঘন্টা পর পর চালক বদল করা
ট্রাক চালকদের রাস্তার মাঝে বিশ্রামের সুযোগ দেয়া
চুক্তিতে গাড়ী চালাতে না দিয়ে চালক ও সহকারীদের বেতন ও বোনাস নিয়মিত প্রদান করা
গণপরিবহনের দৃশ্যমান স্থানে গাড়ীর মালিক, চালক, হেল্পার ও সুপারভাইজারের নাম, মোবাইল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন করা

অভিভাবক ও শিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব
নিজ সন্তান ও ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রাফিক আইন, ট্রাফিক সাইন ও রোড সাইন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা
প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য নিয়মিত ট্রাফিক সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা
শিশুদের জানাতে হবে নিরাপত্তা সর্বাগ্রে এবং জরুরী